দৈনিক ইত্তেফাক 49

তারিখ APR 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

২৪ মাস যাবৎ বেতন-ভাতা পাইতেছি না

আমরা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৪টি বৃহৎ ভকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (রংপুর, পাবনা, সিলেট ও বরিশাল) এ রিনোভেশন ওরি-অর্গানাইজেশন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী ১৯৯৪ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত হই। '৯৫ সালের জুন মাসে আমাদের প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে উল্লেখিত পদগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তাহা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ১২৭টি পদ দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে এবং পদগুলির বিপরীতে নিয়োজিতদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে '৯৫ সালের জুন মাস হইতে ২২ মাসের বেতন-ভাতা দুই দফায় অপ্রত্যাশিত খাত হইতে পরিশোধ করা হয়। এপ্রিল '৯৭ হইতে আমাদের সকল বেতন-ভাতা বন্ধ। উল্লেখ্য, '৯৭ সালে ১২৭ জনের মধ্য হইতে মাত্র ৪০ জনের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সুপারিশ প্রদান করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাকি ৮৭টি পদের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তাহা একজন উপ-সচিবের মাধ্যমে তদন্ত করিয়া আবার প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। ফলে ৮৭টি পদের মধ্যে হইতে ৫৬টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের পুনঃসুপারিশকরত অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য ফাইল পাঠানো হয়। আরও উল্লেখ্য যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রথম দফায় সুপারিশকৃত ৪০ জনকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত খাত হইতে গত ঈদের পূর্বে অর্থাৎ জানুয়ারী '৯৯-তে বেতন-ভাতা প্রদান করা হইয়াছে। একই সময়ে যাহারা দ্বিতীয় দফায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ পাইয়াছে সেই ৫৬ জনের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইলেও অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ আমাদের নিকট বোধগম্য নহে। এদিকে গত ২৪ মাস যাবৎ বেতন-ভাতা না পাইয়া এই দুর্মূল্যের বাজারে আমরা অর্ধাহারে-অনাহারে জীবনযাপন করিতেছি। এমতাবস্থায় আমরা যাহাতে আমাদের বেতন-ভাতা সত্বর পাইতে পারি, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ,এইচ,এম, লুৎফর রহমান,
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম),
ভি,টি,আই, রংপুর প্রেষণে,
ভি,টি,আই, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।